যায়যায়দিন

তারিখ 18 JAN 2009
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

জাবিতে আবারো লোক দেখানো তল্লাশি, সশস্ত্র হলগুলোয় যুদ্ধাবস্থা

আদনান মনোয়ার হুসাইন জাবি

'ভাইয়া, রাতে পুলিশ হল রেইড দিবে, রুমে রড লাঠি কিছু থাকলে সরিয়ে ফেলেন।' শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সালাম বরকত হলের রুমে রুমে গিয়ে এ রকম সতর্কবার্তা পৌছে দেয় হল ছাত্রলীগের কর্মীরা। রাত ১০টায় তারা রেইডের খবর জানতে পারে। পুলিশ তল্লাশি চালায় রাত ২টায়। বুধবার রাতেও পুলিশের তল্লাশির খবর আগেভাগে ফাঁস হয়ে যায়। পুলিশ যথারীতি কিছু না পেলেও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলগুলোয় বিরাজ করছে যুদ্ধাবস্থা।

শুক্রবার দিবাগত রাতে জাবির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, মওলানা ভাসানী হল ও কামালউদ্দিন হলে আবারো তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। এ সময় তারা বেশ কিছু রড, লাঠি উদ্ধার করে। তবে শুক্রবার ওই তিনটি হলের মধ্যকার সংঘর্ষে কর্মীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যায়। উভয়পক্ষের মধ্যে প্রায় ২০ রাউন্ড গোলাগুলি হয়। এর আগে বুধবার রাতে সাভার সার্কেল এএসপি জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে পৃ-১০ ›› ক-৬

জাবিতে আবারো লোক দেখানো

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ ছাত্রদের ছয়টি হলে তল্লাশি চালিয়ে রড-লাঠি ছাড়া কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। তাদের ওই তল্লাশির খবরও আগেভাগে ফাঁস হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যদের সঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তাদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ওই তল্লাশি পরিচালিত হয়।

একাধিক সূত্র মতে, নির্বাচনের পর থেকেই জাবির হলগুলোয় ব্যাপক অস্ত্র আসতে থাকে। ঢাকার মিরপুর ও সাভারসহ ক্যাম্পাস পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে এ অস্ত্রগুলো ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। গত বছরের জানুয়ারিতে ক্যাম্পাস ছাড়া ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদকসহ মূলধারার ছাত্রলীগ যে কোনো মুহূর্তে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারে এ আশঙ্কায় হলগুলো অস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলে ছাত্রদল ও ক্যাম্পাসে অবস্থানকারী ছাত্রলীগ কর্মীরা। বুধবার রাতে ছাত্রলীগ সভাপতি, সম্পাদকও অস্ত্রসজ্জিত হয়েই ক্যাম্পাস দখল অভিযানে নামেন বলে জানা যায়।

সূত্র মতে, প্রতিটি হলেই বর্তমানে ব্যাপক আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। নির্বাচনের পরপর হলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ রাখা ছাত্রলীগ কর্মীরা এবং তাদের সমর্থনকারী ছাত্রদল-শিবির আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করছে- এ সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে তখনই পৌছে দেয়া হয়। তবে অস্ত্র উদ্ধারে প্রশাসন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আগেভাগে হল তল্লাশির খবর ফাঁস হয়ে যাওয়াতে সন্দেহের তীর এখন খোদ ভিসি অফিসের দিকে। অভিযোগ রয়েছে, বিএনপিপন্থী ভিসি অধ্যাপক মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান আগেভাগে ছাত্রদল কর্মীদের হল তল্লাশির খবর জানিয়ে দেন। এ কারণে শুক্রবার ছাত্রলীগ ভিসির পদত্যাগ দাবি করে ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে।

এদিকে পরস্পরের হামলা এড়াতে প্রতিটি হল গেট বন্ধ করে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পাহারা দিচ্ছে দখলকারী গ্রুপ। হলের ছাদেও সশস্ত্রভাবে অবস্থান নিয়েছে কর্মীরা। এ অবস্থায় হলগুলোয় যাতায়াতে বাধা পাচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ক্লাস, পরীক্ষা বা ব্যক্তিগত কাজেও বেরোতে পারছেন না তারা। সশস্ত্র অবস্থায় হলের মধ্যে ছোটাছুটি, গেট বন্ধ করে হল আটকে রাখায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থায় ভাসানী হল, বঙ্গবন্ধু হলে দেখা দিয়েছে খাদ্য সঙ্কট।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নাসের জনি যায়যায়দিনকে বলেন, ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি হলে কোনো অস্ত্র নেই। ছাত্রদল অবস্থান করছে এমন হলগুলোয় অস্ত্র আছে, তারা হলের গেট বন্ধ করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের মধ্যে ফেলছে। তিনি তাদের ক্যাম্পাসের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন।